আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যাঃ ৪২ । ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ ২০২০



সূচী



পশ্চিম তীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 জন ছাত্রকে গ্রেফতার ইসরায়েলের, ড্রাইভারকে গুলি করে হত্যা

ইসরায়েলের সন্ত্রাসী বাহিনী একটি নৈশ অভিযান চালিয়ে পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে। আল-কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর ঘটে এ ঘটনা। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ৩ জনকে নিজ বাড়ি থেকে ও একজনকে রাস্তায় চেকপোস্ট পারাপারের সময় গ্রেফতার করা হয়।

গত কয়েক মাসে অংসখ্য 'গ্রেফতার আগ্রাসন' চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। বর্তমানে ইসরায়েল কারাগারে নারী ও শিশুসহ মোট ৫ হাজার ৭ শত ফিলিস্তিনি বন্দী অবস্থায় রয়েছেন। ফিলিস্তিনি 'প্রিজনার সোসাইটি' জানিয়েছে, শুধুমাত্র ২০২০ সালের আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল। অন্যদিকে, এ সপ্তাহে একজন ফিলিস্তিনি ড্রাইভারকেও বিনা কারণে হত্যা করেছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী বাহিনী।

LOVE JIHAD

ভারত

’লাভ জিহাদের’ দোহায় দিয়ে মুসলিম যুবক গ্রেফতার, মুসলিমদের ঘরভাড়া দিতে নিষেধাজ্ঞা ভারতের

গত বুধবার ভারতে ‘লাভ জিহাদ আইনে’ প্রথমবারের মতো এক মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এক হিন্দু নারীকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে যুবকটির বিরুদ্ধে। জামিন অযোগ্য এ আইনে যুবকটির সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। যুবকটি সাংবাদিকদের কাছে নিজেকে নির্দোষ দাবি করার পাশাপাশি তার সঙ্গে ওই নারীর এখন কোনো যোগাযোগ নেই বলেও দাবি করেছেন।

মুসলিমরা পরিকল্পিতভাবে হিন্দু নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে বলে ভারতের কট্টরপন্থি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে। বিয়ের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার এ প্রক্রিয়াকে ‘লাভ জিহাদ’ বলে অ্যাখ্যা দিচ্ছে তারা। তাদের চাপেই উত্তর প্রদেশে নতুন এ ধর্মান্তররোধী আইন পাশ হয়েছে।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে মুসলিমদের ঘরভাড়া কিংবা ফ্ল্যাট কেনার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বহরমপুর শহরে শুধুমাত্র মুসলিম হবার অপরাধে তাদের নিকট ফ্ল্যাট বিক্রি করা হচ্ছে না। এমনকি কয়েকজন মুসলিমের নিকট ফ্ল্যাট বিক্রির জন্য বায়না বাবদ আগাম টাকা নেওয়ার পরও ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় ক্লাবের দোহাই দিয়ে তথাকথিত হিন্দু-মাতব্বরেরা প্রোমোটারকে টাকা অর্থাৎ বায়না ফেরত দিতে বাধ্য করছে। কিন্তু কোনওভাবেই মুসলিমকে ফ্ল্যাট বিক্রি করা যাবে না বলে ফরমান জারি করেছে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা। বহরমপুর শহরের ‘কিষাণ ঘোষ লেনে’ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট নিয়ে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে।



৬৬ বছর বয়স্ক উইঘুর মুসলিম নারীকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ করল চীন

স্বজনের জানাযায় অংশ নেবার কারণে ৬৬ বছর বয়সী বৃদ্ধ উইঘুর নারী বেইশিহান হুশুরকে ২০১৮ সালে গ্রেফতার করেছিল কমিউনিস্ট চীনা সরকার।

গ্রেফতারের পর থেকে তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে পারেনি তাঁর পরিবার।বর্তমানে হুশুরের শারীরিক অবস্থা কেমন, তিনি জীবিত না মৃত তাও জানে তাঁর পরিবার। বার্তাসংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিম এমনটাই বলছে। বেইশিহান হুশুরের পুত্র মেমেত্তোহুতি আতাউল্লাহ জানায় তারা তার মায়ের কোন খোঁজ-খবর জানেন না।তিনি আক্ষেপ করে সংবাদ মাধ্যমে প্রশ্ন রাখেন, 'চীন – আমার মা কোথায়? তিনি কি বেঁচে আছেন?' এরকম কতো মুসলিম যে ইসলাম বিদ্বেষী চীনের জুলুমের শিকার হচ্ছে তার সংখ্যা এখনো অজানা।

তবুও মানবতার স্লোগান দেয়া হলুদ মিডিয়ারা অনেকটাই চুপ। হলুদ মিডিয়ার আচরণ দেখে মনে হয় মুসলিমরা যেন কোনো মানুষই না।

কাশ্মীর

দখলকৃত কাশ্মীরে ৩১ বছরে অন্তত ১১ হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি করেছে ভারত

নারী নির্যাতন রোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ‘কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিস’ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।

এ রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ৩১ বছরে ভারতীয় মালাউন সেনারা কাশ্মীরের ১১ হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে।সেই সাহে এই ৩১ বছরে ভারতীয় সৈন্যরা মোট ২২০১ জন নারীকে শহীদ করেছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনী ধর্ষণকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।





ফ্রান্স

৭৬টি মসজিদ বন্ধ করে দিতে পারে ফ্রান্স

ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফ্রান্স সরকার ‘ব্যাপক ও নজিরবিহীন’ পদক্ষেপ চালু করেছে বলে জানিয়েছে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন। দারমানিন বলেছে ৭৬টি মসজিদকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য সন্দেহজনক মনে করা হচ্ছে। এ খবর জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরা।

দারমানিন বৃহস্পতিবার আরটিএল রেডিওকে দেয়া তার সাক্ষাতাকারটি টুইট করে লেখে, সামনের দিনগুলোতে এই প্রার্থনালয়গুলোতে অর্থাৎ মসজিদগুলোতে তদন্ত করা হবে। যদি কোনো সন্দেহ প্রমাণিত হয়, আমি সেগুলো বন্ধ করে দিতে বলব।

ফ্রান্স, ‘উগ্রবাদে’ সন্দেহভাজন হিসেবে ৬৬ জন অনিবন্ধিত শরণার্থীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, ইতিমধ্যে দুইটি মুসলিম সংগঠন বন্ধ করে দিয়েছে ফ্রান্স। মুসলিম দাতব্য সংস্থা ‘বারাকা সিটি’ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী নাগরিক অধিকার গ্রুপ ‘কালেক্টিভ এগেইন্সট ইসলামোফোবিয়া ইন ফ্রান্স বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ’উগ্রবাদে’ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি ফরাসি সরকারের।

বিলাদুল হারামাইন

গোপন সম্পর্ক এবার প্রকাশ্য করেই ইহুদিদের জন্য আকাশপথ খুলে দিলো সৌদি

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বেশকিছু আরব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পথে হাঁটছে মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিবাদী দখলদার রাষ্ট্র ইসরায়েল। ইতিমধ্যে অনেক দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের চুক্তিও হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইহুদিদের জন্য নিজেদের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব।

কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে, মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ফ্লাইট চলাচলের সুবিধার্থে ইসরায়েলকে আকাশপথ খুলে দিল সৌদি আরব। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে আমিরাত, বাহরাইন ও সুদান।

পূর্ব আফ্রিকা

আশ-শাবাব মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান, হতাহত অন্তত ১৩৪ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক অন্যতম শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদ গত সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে ১টি শহিদী হামলাসহ প্রায় ৪৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছে।

মুজাহিদদের পরিচালিত ১টি শহিদী হামলাসহ মাত্র ১৭টি অভিযানেই ১৩৪ এরও অধিক দখলদার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে নিহত হয়েছে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ ১১ অফিসারসহ ৯৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ৪ অফিসার ও মন্ত্রীসহ ৩৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য। ক্রুসেডার বাহিনীর নিহত সদস্য সংখ্যা ৪ জন।এ সময় আহত হয় ২ ক্রুসেডার সৈন্য। মুজাহিদদের পরিচালিত এসব সফল অভিযান চলাকালে ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ ও ক্রুসেডার বাহিনীর ১১টি সামরিকযান ও গাড়ি। এছাড়াও মুজাহিদগণ গনিমত হিসেবে লাভ করেছেন ১৬টি সামরিকযান ও বিভিন্ন ধরণের ভারি যুদ্ধাস্ত্র।

ধারণা করা হচ্ছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ৩০টি অভিযানেও হতাহত ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্যদের সংখ্যা অর্ধশতাধিক ছাড়িয়ে যাবে।

এদিকে, গত সপ্তাহে বীরত্বপূর্ণ অভিযানের মাধ্যমে একটি শহরও বিজয় করে নিয়েছিলেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। গত ৩০ নভেম্বর সকাল বেলায় মধ্য সোমালিয়ার বায়াদাওয়ীন শহরে শাবাব মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত উক্ত হৃদয় প্রশান্তিকারী অভিযানে সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ২ অফিসারসহ কমপক্ষে ৫৩ জন মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ও শহর ছেড়ে পালিয়েছে। এই অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৭টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান। মুজাহিদগণ গনীমত হিসেবে লাভ করেছেন অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ৩টি ট্রাকসহ মোট ১২টি সামরিকযান, বিমানবিধ্বংসী কামান এবং অন্যান্য আরো বহু সামরিক সরঞ্জামাদি।

এছাড়াও, গত ২৮ নভেম্বর রবিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু বিমানবন্দরের নিকটে দেশটির পশ্চিমা গোলাম সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে একটি শহিদী হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে সোমালীয় মুরতাদ সরকারের কমপক্ষে ১০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ কয়েকজন ক্রুসেডার সেনা অফিসার নিহত হয়েছে। এই হামলায় আহত হয়েছে আরো ১৫ এরও অধিক কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের অঘোষিত মোগাদিশু সফরের কয়েক ঘন্টা পরেই শক্তিশালী এই শহিদী হামলাটি চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এর আগের সপ্তাহে শাবাব মুজাহিদদের এক হামলায় নিহত হয়েছে সিআইএ'র স্পেশাল অ্যাক্টিভিটিজ সেন্টারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। এই অফিসার সোমালিয়ায় সিআইএ'র আধা-সামরিক শাখা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

অন্যদিকে, গত ৩০ নভেম্বর কেনিয়ার লাফি শহরে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এসময় ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর অন্ততপক্ষে ১৪ সৈন্য নিহত এবং ৬ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে ক্রুসেডার সৈন্যদের বহনকারী একটি সামরিকযান। এর আগে কেনিয়ার গারিসা ও আমুমী শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর ২টি ঘাঁটিতে পৃথক ২টি সফল অভিযানও চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।



পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা বাড়ানোর পাশাপাশি আরো বেশী একতাবদ্ধ হচ্ছেন মুজাহিদরা

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ও জনপ্রিয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবাজ মুজাহিদিন গত সপ্তাহে পাকিস্তানে ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এরমধ্যে গত ২৮ নভেম্বর পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন জেলায় দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি হামলা চালিছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের হামলায় ৩ জন মুরতাদ সদস্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে বেশ কিছু সদস্য। গত বৃহস্পতিবার রাতে মুজাহিদিনরা মারদান থানা লক্ষ্যবস্তু করে সফল বোমা হামলা চালান। যার ফলস্বরূপ থানার একপাশের দেয়াল ধ্বসে পড়ে।

সর্বশেষ গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের লাধা সীমান্ত এলাকায় নাপাক ‘এফসি’ কর্মীদের একটি গাড়িকে রিমোট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঐসময় হতাহতের সংখ্যা ততক্ষণাৎ জানা যায়নি। এরপর গত ২ ডিসেম্বর টিটিপি সমর্থক একাধিক টুইটার থেকে জানানো হয় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় ৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য গুরুতর আহত হয়েছে। হামলার দিনই টিটিপি কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তাঁর এক টুইটবার্তায় হামলাটির দায় স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য যে, গত আড়াই মাস ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান। এদিকে পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের অন্তর্গত মুজাহিদদের আরো দুটি দল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছে। সূত্রমতে, গত ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের দুটি জিহাদী গ্রুপ তাদের সকল যোদ্ধাদের নিয়ে উভয় দলের উমারাগণ শুক্রবার পাক-আফগান সীমান্তের একটি অজ্ঞাত স্থানে সমাবেশ করেন।

টিটিপির মিডিয়া ওয়েবসাইট ও মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানি কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একজন প্রসিদ্ধ জিহাদি ব্যক্তিত্ব মৌলভী আলেম খান তাঁর নয়জন কমান্ডার এবং সমস্ত মুজাহিদিনদের সাথে নিয়ে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে (টিটিপি) যোগ দিয়েছেন। একই সময়ে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের 'মিয়ামি' জাতির অন্তর্ভুক্ত মুজাহিদিনের আমির মুহতারাম গাজী আজম হাফিজাহুল্লাহ এবং তাঁর পুরো দলের সকল কমান্ডার এবং মুজাহিদিন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের আমির মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ হাফিজুল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। এবং তিনিও হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন। উল্লেখ্য গত প্রায় তিন মাস আগে বেশ কয়েকটি জিহাদী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জামায়াতুল-আহরার এবং হিযবুল-আহরার।



Visit

- https://Alfirdaws.org
- https://Gazwah.net
- https://Dawahilallah.com

ইয়ামানে আল-কায়েদা মুজাহিদগণের ইসলামি আদালতে কিসাসের বিধান কার্যকর

ইয়ামান

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্’র প্রতিষ্ঠিত একটি ইসলামি আদালত ইয়ামানে একজন হত্যাকারীর উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করেছে। এই ব্যক্তি একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর প্রথমে দিয়াত বা রক্তপণ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিল মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত শরঈ আদালতের কাজী।

কিন্তু শরঈ আদালতের এই রায়ের পর হতাকারীর পরিবার রক্তপণ আদায় করেনি, যার ফলে শরঈ আদালত খুনির উপর কিসাসের অর্থাৎ হত্যার বিনময়ে হত্যা বিধান কার্যকর করতে বাধ্য হয়।

পশ্চিম আফ্রিকায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা আল-কায়েদা মুজাহিদগণের

পশ্চিম আফ্রিকা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে ১৫টি সফল রকেট হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদার শাখা জামা’আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (JNIM) জানবাজ মুজাহিদিন।

সাবাত ও বামাকো নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কাইদাল, ঘাও ও মানকার কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে ফ্রান্সের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে গত ৩০ নভেম্বর ভোর ৫:৩০ মিনিট থেকে সকাল ৭টার মধ্যে এসব রকেট হামলাগুলো চালানো হয়। রকেট হামলার পরে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিগুলোতে বড় ধরণের অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল সামরিক ঘাঁটিগুলো। ধারণা করা হচ্ছে, আল-কায়েদা মুজাহিদদের এসব সফল রকেট হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

খোরাসানে তালিবান মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ৮শ এর বেশি মুরতাদ, কাবুল বাহিনীর আত্মসমর্পণ অব্যাহত

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় প্রতি সপ্তাহের ন্যায় গত সপ্তাহেও আফগানিস্তান জুড়ে প্রায় শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবাজ তালেবান মুজাহিদিন।

আল-ফিরদাউস টিম তালেবানদের এসব সফল অভিযান সমূহের মধ্যে ৭৯টি অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী গত সপ্তাহে আফগানিস্তান জুড়ে তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত ২টি শহিদী হামলাসহ মাত্র ৭৯টি অভিযানেই ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৮৬১ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে নিহত মুরতাদ সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৪৯৩ এবং আহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৮। যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের হাতে জীবিত বন্দী হয়েছে আরো ২৬ মুরতাদ সৈন্য।

মুজাহিদদের এসব হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ৩৭টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান। মুজাহিদগণ গুড়িয়ে দিয়েছেন মুরতাদ বাহিনীর ১৪টি ঘাঁটি ও ৩৯টি চেকপোস্ট। অপরদিকে, মুজাহিদগণ গনীমত লাভ করেছেন ৪৭টি ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিকযানসহ প্রচুরসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ।

অপরদিকে, গত সপ্তাহে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দাওয়াহ ও দিকনির্দেশনা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদদের মেহনতে কাবুল সরকারি বাহিনীর ২৭৫ সেনা সদস্য সত্য উপলব্ধি করার স্বেচ্ছায় নিজেদের সামরিক পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে যোগ দিয়েছেন।" তালেবানরা কাবুল বাহিনী ত্যাগ করে তাঁদের সাথে যোগ দেওয়া সৈন্যদের বারবার পুরষ্কৃত করছেন এবং সম্মানজন আচরণ প্রদর্শন করছেন। এটি তালেবানদের একটি কার্যকর নীতি। এটি প্রতিনিয়ত তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণকারী সেনাদের সংখ্যা এবং সরকারী পদ ছেড়ে যাওয়া কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বড় ভূমিকা পালন করছে।

